মানুষ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৩৬
দাম দেড় টাকা

কুন্তলীন প্রেস,
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রিণ্টার—শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত গগন চাঁদ বড়াল, এম্-এ, বি-এল্,

সুহৃদ্বরেষু—
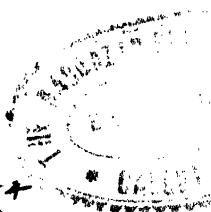
এই বইয়ের উদ্বোধক কবিতাটি 'জাগরণ', প্রথম ও দ্বিতীয়টি 'উত্তরা', ও অপর কবিতাগুলি আত্মশক্তি ও নবশক্তি কাগজে প্রকাশিত হ'য়েছিল ;—এদের রচনার তারিখ সূচীর সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হ'ল। এই গ্রন্থের মুদ্রণ-সৌষ্ঠব-সম্পাদনে কুন্তলীন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেচেন ; এজন্য তাঁকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

এই বইখানির প্রকাশনা-ব্যাপারে শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেচেন ; এই বইয়ের বহিরঙ্গের মধ্যে যা-কিছু উল্লেখযোগ্য—এর প্রকাশের বৈশিষ্ট্য, এর রূপ-সজ্জা—এ-সমস্তই তাঁর পরিকল্পনা। এর মলাট থেকে সুরু ক'রে শেষ পৃষ্ঠাটি পর্য্যন্ত তাঁর আন্তরিকতা জড়িয়ে আছে, এমন কি এর ললাটে রোদাঁর অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের চিত্র-লিপিটিও তাঁরই নির্ব্বাচন। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর ঋণ শোধ হবার নয়, অতএব সে-চেষ্টা আমি করব না।

শিবরাম

১৩৪, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচী

মানুষ

কে যেন ডাকিল—"ওরে যাত্রী,
পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, এল নবীন প্রভাত!"
শুনিয়া জাগিনু অকস্মাৎ।

নববর্ষ আসিয়াছে?—এলো কি সুন্দর?
এলো রুদ্র, এলো ভয়ঙ্কর?
দারুণ দুর্য্যোগ হানি' এলো কি বৈশাখী?
আকাশের ঝঞ্ঝা ফেরে ধরিত্রীর বন্যারে কি ডাকি?
এলো কি প্রলয়?
বনে বনে শুষ্ক পাতা ঝরিবার নাই আর বাকি?
নিদারুণ প্রসব-ব্যথায় এলো নব-সৃজনের জয়?
আঁধারের কালো বুকে ঝলিলো কি আলোর কৃপাণ?
সুন্দর এলো কি আজ—দিকে দিকে তারই জয় গান?
তারই আগমনী
মানুষের দেহে মনে রূপে রসে উঠেছে কি রণি'?

হে দরদী, বল শুনি আজ—
মরুভূর তৃষাতুর তটে দৃষ্টিহীন আঁধারের মাঝ

প্রভাতের যত যাত্রী যুগে যুগে হারায়েছে পথ,
ধরণীর চোরাবালি গ্রাসিয়াছে যাহাদের রথ—
সার্থক হোলো কি আজ তাহাদের ব্যর্থ অভিযান ?

মানুষের নববর্ষ আসিলো কি নবীন জীবনে ?
মানুষের ললাটেতে আজ পড়িলো কি রাজটীকা ?
শেষ তার নিত্য পরাজয়
লভিতে অমৃত-ভাগ ভুবন-মন্থনে ?
কিম্বা বন্ধু, মানুষের নববর্ষ নয়,—
এ শুধু নূতন পাতা খুলিয়াছে প্রাচীন পঞ্জিকা ?

সম্মুখে চাহিয়া দেখি—দীনহীন মানুষের দল
চলিয়াছে রাজপথে ক্ষীণকণ্ঠে করি' কোলাহল—
জীবনের ভিখারী তাহারা !

আজিকার এ প্রভাত দেয় নাই কিছুমাত্র সাড়া
তাহাদের পুরাণো জীবনে ;
সাহারা পারায়ে তারা চলিয়াছে আক্লান্ত চরণে—
যেমন চলেছে কাল তারা ।

মানুষ

মানুষের মূল্য

এই শুধু বলিবারে চাই—
সকলের মূল্য আছে, মানুষের মূল্য কিছু নাই।

কোন্ ঋষি খেয়ালের বশে, কবে হায়, গেয়েছিলে গান—
"অমৃত-স্বরূপ মোরা অমৃত-সন্তান ?"—
হায় কবি, নিদ্রাহীন চির-নিশি দেখেচ স্বপন—
তমসার পরপারে তরুণ তপন !
ভাবো মনে কেটে গেছে চির-রাত্রি, কিম্বা কেটে যাবে ;—
যুগ যুগ চলে যায়, নব কবি গায় নব ভাবে
সেই পুরাতন কথা।...

রাত্রি নাহি শেষ হয়—না দেখায় হবার ব্যগ্রতা !

আমি আজ বলিবারে চাই,
শূন্যসম মূল্যহীন এরা—মানুষের আর দাম নাই।
তাই তার এত হেলাফেলা
মানুষ-জীবন নিয়ে চিরদিন ছিনিমিনি খেলা!
জীর্ণপত্রে পুঁথির বিধান—
তারো মূল্য আছে, আছে তাহারো সম্মান!
কীট-দষ্ট দলিত পুঁথির আছে দম্ভ, আছে অধিকার,
কোটি কোটি মানুষের জীবনে ব্যর্থতা রচিবার!
যুগজীর্ণ কঙ্কালের নির্দ্দেশের ফেরে
মানুষের প্রেম রুদ্ধ, প্রাণ রুদ্ধ, গতি রুদ্ধ—
মানুষ না ছোঁয় মানুষেরে!
সনাতন শাস্ত্রের আদেশ—
আলোকের আনন্দের দেশে রমণীর চির-অপ্রবেশ!
ভুবনের রূপে রসে প্রেমে যৌবনে স্বাতন্ত্র্যে নাই দাবী,
জীবনে কেবল তার এক কারাগার হ'তে
অন্য কারাঘরে পড়ে চাবি!
সেই জীর্ণ পত্র মাঝে জীর্ণতর ছত্র নিয়ে চলে খুনোখুনি;
মানুষের জীবনের নব নব কুরুক্ষেত্র
রচে নিত্য নব কৃষ্ণ নূতন ফাল্গুনী!

মানুষের জেদের নিকটে মানুষের জীবনের দাম
লেখে নিত্য অস্ত্রমুখে নব নব ডায়ার ও শ্রীপরশুরাম !
নির্ব্বিচারে শিশুবৃদ্ধ করিয়া সংহার
দেশে দেশে পূজ্য হয় তারা, খ্যাত হয় নব অবতার !
রাষ্ট্র-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-গুরু-মন্ত্র-তন্ত্রে দিয়া সিংহাসন
ষড়-যন্ত্রে চলিতেছে মানুষের শোষণ-শাসন !

আমি আজ চাহি তার নাম—
কোন্ যুগে মানুষের জীবনের কেবা দিল দাম ?
কে বলিল উচ্চকণ্ঠে ডাকি,
জীবন কেবল সত্য,—শাস্ত্র রাষ্ট্র সব-কিছু ফাঁকি ?
জীবন ভরিতে হবে আলোকে পুলকে প্রেমে প্রাণে
জীবন-বিরুদ্ধ যাহা মিথ্যা তাহা, নাই তার মানে ;
শত শত শাস্ত্র চেয়ে একটি জীবন মূল্যবান—
রাষ্ট্র লাগি নয় কেহ, মানুষের লাগি তার স্থান
সৌন্দর্য্যেরে, সম্পদেরে, রমণীরে করি' অবরোধ
জীবন জীবন নহে—শুধু প্রকৃতির প্রতিশোধ !

কোন বুদ্ধ কহিল, শুধাই ?—
রিক্ত করি' ব্যর্থ করি' নহে—পূর্ণ করি' জীবনেরে চাই ?
যুগে যুগে নব নব ধর্ম্ম-অধিকারী
মানুষেরে করিল কসাই—কিম্বা তারে করিল ভিখারী !

ক্ষুদ্র শিল নোড়ানুড়ি মাটির পুতুল
মানুষ তাহারো কাছে তুচ্ছ, নহে সে তাহারো সমতুল !
জীর্ণ ইঁট-কাঠে-গড়া মস্‌জিদ্ মন্দির—
ঝরিলো তাহারো লাগি, বহু রক্ত, বহু অশ্রুনীর !
ওই বুঝি ধর্ম্ম গেলো—মানুষের চোখে নাই নিদ্,
দেখেনা সে ধর্ম্ম তার জীবনের ভিতে কাটে সিঁদ !
মানুষে মানুষ মারি' ধর্ম্ম রাখে, হয় ধর্ম্মবীর ;—
ধর্ম্ম ঠেলে মরণের পথে নির্ব্বোধ দুর্ভাগাদের ভিড় ।
ধর্ম্ম ? হায়, নগ্ন চোখ মেলি' দেখ তার ভয়াবহ রূপ—
জীবনের রক্ত মাংসে সে যে—মরণের কঙ্কালের স্তূপ !
তার লাগি আত্মদান ! নরহত্যা ! ব্যর্থতা-বরণ !—
জীবনের সৃষ্টি আজ জীবনে করেছে আবরণ !

তুচ্ছ মিথ্যা ভাবের ফানুস—
মানুষ সৃজেছে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কভু সৃজেনি মানুষ।
কিন্তু হায় তারো মূল্য আছে—প্রাণ দিয়ে শোধ করা চাই,
মানুষের কোনো মূল্য নাই!

মানুষের-গড়া মিথ্যা ভৌগোলিক সীমা
তাহারো মর্য্যাদা আছে, রয়েছে মহিমা!
তারো লাগি সৈন্যদল পুষ্ট হয় বন্য বৃত্তি তরে,
লাঙ্গলের ফাল ভাঙি' তরবারি গড়ে।
একদল মানুষেরে সর্ব্বভাবে করিয়া বঞ্চিত
জীবন্ত অস্ত্রের মত কেল্লাঘরে রাখে সুসজ্জিত,
চিরবন্দী হিংস্র পশুদল—
মানুষেরে মারিবার তরে তাহাদের জীবন কেবল।
দেশের সম্পদ যত, সৃষ্টি যত, যত কিছু ধন
সব নিয়ে চলে শুধু মানুষ-মারার আয়োজন!
মানুষেরে মারিবার তরে মানুষ জোগায় রাজকর,
মানুষে খাটায় মাথা,
রচে বসি' হিংসা-শাস্ত্র, ঘাতকের বীরত্বের গাথা—

নব নব অস্ত্র গড়ি' বিজ্ঞানের বলে
মানুষেরে বানায় বর্ব্বর।
পৃথিবীরে ভাগ-যোগ করি' মানুষ রচিল নানা দেশ,
হেথা হ'তে হোথা যদি যাবে
কেন নাহি যায় বন্ধুভাবে—
কেন পরে ভ্রাতৃরক্ত-মাখা দেশজয়ী জল্লাদের বেশ ?
পায়ের মাটিরে দিলো কিনা মানুষ মাথারো বড় ঠাঁই,
মাটিরো রয়েছে কিছু দাম, মানুষের কোনো দাম নাই।

কখনো শুনেচ কারো মুখে—
বাঘেরে খেয়েছে বাঘ, ভালুক ভালুকে ?
মানুষে মানুষ খায়, খেয়ে বেঁচে থাকে প্রতিদিন—
রক্ত খায়, মাংস খায়, মেদমজ্জা খেয়ে করে ক্ষীণ,
খায় মন-আত্মা, খায় জীবনের অর্দ্ধেক নিশ্বাস—
অবশেষ-জীবন্ত-কঙ্কাল ফেলে দেয়, করো কি বিশ্বাস ?
যাও—যেথা যেথা কল-কারখানা, যাও গ্রামে গ্রামে,
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর মনুষ্যত্ব চড়েছে নিলামে।

মানুষের জীবনের হেলাভরে খেলা
যেথায় চলেছে দুই বেলা।
খনি ভেঙে কুলি বহে শিরে করি' কয়লার চাপ—
তারি সাথে বহে যেন দুনিয়ার তিক্ত অভিশাপ।
জঙ্গল কাটিয়া তারা বসায় সহর
তার রক্তে বহে সেথা বিলাসের বিষম বহর।
সে সহরে বিলাসীর লাগি রমণীরা রূপ দেয় ডালি,
নারীর নারীত্ব পায়ে দলি' পুরুষেরা দেয় করতালি।
অমৃতের মৃতপ্রায় পুত্রগণ দাস হ'য়ে নগরীর পথে,
দুর্ব্বহ জীবন-বোঝা টেনে নিয়ে চলে কোনো মতে।
ফুল্ল ফুল ঝরি' নিত্য চুমে নগরীর পথ-শিলা,
নিত্য যেথা অত্যাচার অনাচার মদিরার লীলা;
রমণীর রূপ রস জীবন যৌবন
বিপণির পণ্য সেথা ক্ষণিকের তুচ্ছ প্রয়োজন।

আর যারা গড়িল সহর সর্ব্বহারা বঞ্চিতের দল
কোথা তারা, সে সহরে কোথায় তাদের ঠাঁই বল্?

পথ-পাশে—যেই পথ নিজ হস্তে করিল নির্ম্মাণ,
প্রাসাদের নীচে—গড়িল যা বিন্দু বিন্দু রক্ত করি' দান,
সেথা ঐ দীনহীন মুষ্টি-অন্নে করে মারামারি
কুক্কুরের জ্ঞাতি আজ—ওই তারা পথের ভিখারী।
সহস্রের রক্ত শুষি' একজন পুষ্ট করে দেহ,
ধনীর প্রাসাদ ওঠে ভাঙি' লক্ষ দরিদ্রের গেহ।
দৈন্য-দীর্ণ কক্ষ-মাঝে প্রাণ-জীর্ণ মানুষের দল
জীবন্ত-কবরে করে জীবনের লাগি কোলাহল!—

তুমি বলো, ইহাদের তরে আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
অন্ন চাই, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু—
ইহাদের বুকে আশা, মূক মুখে ভাষা দেওয়া চাই।

আমি বলি, ইহাদের জীবনের কোনো মূল্য নাই!

মানুষের মানুষ শিকারী—
নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে ভিখারী।

[illegible] [illegible] ঈশ্বরের প্রকাশ করতে গিয়ে
কবিতাটিকে গড়েছেন অতি [illegible] করে।

[illegible]—

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ—

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ,

রূপহীন ওগো অপরূপ !

অনন্তের ওই রাজধানী !

ভুবনের মৃত্যুস্রোত-তীরে মৃত্যুহীন একমাত্র প্রাণী !

সীমাহারা একখানি প্রাণ

কূলে কূলে সদা কম্পমান,

ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে' দুলে' ওঠে—

তটহীন তটে তটে বুদ্‌বুদ্‌ গড়ে ভাসে টোটে ।

ক্ষয়হীন ব্যয়হীন প্রাণ

মহাকালে করে অভিযান—

মূলহীন কল্পতরু-শাখে তারকার ফুলে ফুলে ফোটে ।

গতিহীন ক্ষতিহীন শূন্যতার স্তূপ

নিত্য লভে নব নব গতি, নব প্রাণ, নব নব রূপ !......

হে আকাশ,
হে বিপুল শূন্যাভাস—
দিগ্বিহীন নীল রূপ নেহারি সম্মুখে।
ওই রূপে বিরাজিছ বুকে
বিরাজিছ অগোচর চিতে—
যত দূর চক্ষু চলে শুধু শূন্য,—আরো শূন্য নয়ন-অতীতে।
তবু মর্ম্মে জাগিছে সংশয়—
রিক্ত ব'লে যাহা জাগে
নয়নের আগে,
হয়তো বা রিক্ত তাহা নয়—
ওই শূন্য পাত্র তব ভরেছো বা অদৃশ্য অমৃতে।......

অভ্রভেদী নীলিমার চূড়া
ও যেন বিপুল তানপূরা—
সুরের সুরায় তরঙ্গিত—
হেথাকার কণ্ঠে যন্ত্রে ধরা পড়ে হোথার সঙ্গীত।
যেই সুর মর্ম্মরিছে ওই মর্ম্ম মাঝে—
বীণাবেণু বেহালার রন্ধ্র-তার ভরি' তাই যেন গুঞ্জরিয়া বাজে
উড়ে এসে বেজে যায় তারা—
আবার অসীমে পথহারা।

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ—

যেথা হ'তে আসে ফের ফিরে যায় নিঃশব্দ নিভৃতে
সেই শূন্যতার কোলে—নিত্যকাল রহে তরঙ্গিতে।······

হেথা মোরা হাসি কাঁদি বুকে বাঁধি ভালোবাসি চুমি
শূন্য সব—তুমি দাও হাত পেতে ফিরে নাও তুমি !······

এ হ'ল কেমন !—
চোখে যারে শূন্য লাগে, হেরি নিঃস্বজন—
তারি মাঝে ছিল বিশ্ব—ছিল বিশ্বজন।
ছিল অণু, ছিল পরমাণু,
লক্ষকোটি শশী তারা ভানু—
সীমাহারা আঁধার নিরালা—
ছিল আলো দীপ্তি জ্যোতি জ্বালা।
তারি মাঝে ছিল ধূমকেতু
ছায়াপথ নীহারিকা-সেতু।
দুর্ব্বাদলশ্যামলিম শত লক্ষ ধরা—
জন্ম মৃত্যু যৌবন ও জরা—

আঙুরের বন-ছোঁয়া সাগর-পারের মিঠে হাওয়া,
চোখে চোখে চাওয়া !……

তারি মাঝে ছিল এই আজিকার মানুষের দল
আকাশের খুঁজিতে কিনারা চিত্ত যার ব্যাকুল চঞ্চল !
সুখহীন যাদের স্বভাব
আরো চায়, আরো জানে, আরো করে লাভ,—
সুধালাভে তৃপ্ত নহে যারা—আরো লোভে আনে হলাহল।
পঞ্চভূত করে যার বন্ধন স্বীকার,
ত্রিভুবন করে অধিকার
ধরে হেন দিগ্বিজয়ী বল।……
শিশুর নিকটে যারা কুসুম-কোমল,
প্রিয়ের নিকটে নিত্য পরাজয় পায়—
মুখে যারা চাহিতে না পারে, বুকে ফাটে—চোখে শুধু চায় !
গান গায় কাঁটার শয্যায় !—
এই শূন্য মাঝে ছিল ইহাদের প্রাণের আগুন,
ইহাদের শ্রাবণ-ফাগুন !
ইহাদের তৃষ্ণা ক্ষোভ সংঘর্ষ সংঘাত
ইহাদের তপ্তরক্ত—ইহাদের তপ্ত রক্তপাত !

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ—

ইহাদের হিংসা কাম সন্দেহ সম্মোহ,
যুদ্ধ জয় বন্ধন বিদ্রোহ !
ইহাদের সৃজন-তপস্যা—তপোলব্ধ অভাবিত ফল,
ইহাদের বিরাট বেদনা, ব্যথাতুর আঁখি—আঁখিজল !
স্বর্গ রচিবার স্বপ্ন-সাধ,
আত্মদান আর আত্মঘাত,
তৃপ্তিহীন দীপ্তির পিয়াসা,
আর ভালোবাসা !......

একমাত্র স্তব্ধ শ্রোতা চিরদিবসের !
শুনিয়াছ আদিম নরের কল-কণ্ঠে আধোভাঙা গান,
আজও ফিরে শুনিতেছ ফের—
"তমসার পরপারে তপনের পেয়েছি সন্ধান !"
হেথায় যা হয়েছে নিঃশেষ
বহু যুগ আগে,
এখনো বাজিছে হোথা তার গীত-রেশ
সীমাহীন নীল অনুরাগে।

তপনের মেলেনি উদ্দেশ
সত্য বটে স্বপনের পারে—
তবু মানুষের সেই আশা
নানাছন্দে আজো লভে ভাষা,—
অবশেষে হয় নিরুদ্দেশ
দৃষ্টিহীন নিঃসীম আঁধারে।······

হে আকাশ, চির-নিরুত্তর !
শুনিয়াছ মানুষের কত আর্ত্তস্বর
কত না জিজ্ঞাসা !
দাও নাই কিছুরো জবাব,—
নির্ব্বিবাদে শুনে যাওয়া তোমার স্বভাব !
মানুষের নিত্য অসন্তোষ,
শূন্যপানে নিষ্ফল আক্রোশ,
মানুষের বন্দনার ভাষা—
টুটিবারে চায় ওই তোমার বধির যবনিকা !
হয়তো খুঁজিতে চায় ভুলি' ধরণীর দুঃখশোক,
শূন্যের ওপারে কোনো পরিপূর্ণ আনন্দ-অলোক !—
সেই ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে মানুষের কামনার শিখা !

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ—

তবু তুমি থাক নিরুত্তর
দাওনাক শাপ কিম্বা বর,
নাই তব রাগ-অনুরাগ—
নির্ব্বিকার শুনে যাও সকলি সজাগ,
মানুষের চিত্ততট-পারে জেগে থাক নিত্য-মরীচিকা !······

যুগ-যুগান্তের প্রশ্ন বিপুল সঞ্চয়ে
জমে' ওঠে তোমার ভাণ্ডারে—
তুমি শুধু তার বিনিময়ে
বিনা বাক্যব্যয়ে
নিয়মিত প্রতিদিন মানুষের দ্বারে
উত্তীর্ণ করিয়া দাও প্রভাত-সন্ধ্যারে।······

কোথায় মোদের ভগবান ?
হে বিপুল, হে বিরাট্ ফাঁকা,
কোনো ফাঁকে দেবে কি সন্ধান ?
তোমার এ অনন্ত শয্যায়
আজো কি ঘুমান তিনি অক্ষম লজ্জায়
আমাদের সেকালের সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বশক্তিমান ?

এক হাতে দণ্ড ল'য়ে অন্য হাতে ল'য়ে পুরস্কার,
খুলে বসেছেন দুই ধারে স্বর্গ-নরকের দুই দ্বার !
যে নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রে যায় তারে দেন এ খোঁয়াড়ে ঠেলে,
যেই মূঢ় শুধু প্রশ্ন করে তারে দেন অন্যধারে ফেলে ;
আমরা যে টিকে' আছি তাই যাঁর থাকার প্রমাণ ?
অনাদি ও অকৃত্রিম সেই একমাত্র ভগবান ?······

শূন্য-জোড়া সীমাহারা অনন্তের দেশ—
বিধাতার মেলেনা উদ্দেশ !······

বহুযুগ হ'তে হে আকাশ, অভ্যাস হয়েছে তব শোনা
মানুষের করুণ প্রার্থনা,
উঠেছে যা, বিধাতার পায়
নিষ্ফল সন্ধ্যায় !
বিধাতার তত্ত্ব ল'য়ে মানুষের মত্ত কোলাহল—
পূজাস্তুতি—প্রেমালাপ—শুনেছ সকল ;
শূন্য-বুকে আত্মসাৎ করেছ, আকাশ !
ধূলার ধরণী যথা করিয়াছে গ্রাস
মানুষের ভক্তি-ব্যথা-চ্যুত অশ্রুজল !

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ—

প্রভাতে উঠিয়া মনে গণি,
বিধাতা এলেন বুঝি আজ—
পাব তাঁর চরণের ধ্বনি।
শূন্য ভেদি' মর্ম্মে পশে মর্ম্মচ্ছেদী স্বর—
লক্ষ লক্ষ যন্ত্র কাঁদে, কোটি কোটি চক্রের ঘর্ঘর!...
সন্ধ্যাকালে চারিদিকে চাই,
এ বিপুল শূন্য-পথে বিধাতার পদ-চিহ্ন নাই—
নাহিক সাক্ষাৎ!
কানে পশে কোটি কোটি শ্রমিকের অলস মন্থর
শ্রান্ত পদপাত—
ফিরিছে আকাশ-ছাদ-তলে মাটির-ধূলার নিজ-ঘর।
শত কোটি আর্ত্ত পদধ্বনি শূন্য-বক্ষে হানিছে আঘাত,
চলে যায় আরো শূন্যে—পার হ'য়ে যুগযুগান্তর—
ক্লান্ত চরণের ভাষা—শ্রান্ত জীবনের কণ্ঠস্বর
আসন্ধ্যা প্রভাত।...
হায় হায়, এর মাঝে কোথা সেই সম্ভ্রান্ত ঈশ্বর!

ওই নীল কৌটা মাঝে লুকায়ে রেখেছ কোন্ ধন ?
মানুষের কোন্ সম্ভাবনা ?
মৃত্যুহীন সে কোন্ জীবন ?
কেন তারা গতিহারা, কেন ক্ষতি সয় ?
পদে পদে কেন বাধা সঙ্কোচ সংশয় ?
কেন ব্যর্থ তাদের কামনা ?
কেন পথহীন ?—
সারাদিন
যত প্রশ্ন করি গো জিজ্ঞাসা,
রহ মৌন, রহ নিরুত্তর—
সন্ধ্যাকালে খোলো গ্রন্থ বিরাট্ বিপুল কলেবর
জ্যোতির কালিতে ছাপা তারার আখর,
—কিন্তু হায় নাহি বুঝি ভাষা !
ওরই মাঝে জানাও বা তোমার স্বভাব,
দাও বুঝি প্রশ্নের জবাব,—
আছে বুঝি পথের সন্ধান !
—কিন্তু হায় কিছু বুঝি না যে,
আলোকের সুরে সুরে অন্ধকার কী গাহিছে গান !
শুধু তার ছন্দখানি বাজে—
অনন্তের অন্তরের ব্যথা অন্তরের অনন্তের মাঝে।···

হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ—

ঘোর অন্ধকারে যবে ধরণীর পথ-রেখা লীন—
উত্তর পেয়েছি কিনা নাহি বুঝি, রহি প্রশ্নহীন।···

গ্রহে গ্রহে যারা পথহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা
চলিয়াছে উদাস পথিক—
তাদেরি প্রদীপ যেন চারিদিকে জ্বলে নির্ণিমিখ !

সীমাহারা ঘন অন্ধকারে
এক হ'য়ে গেছে যেন আকাশের এপারে ওপারে !

সেই সেতু বেয়ে যেন ব'য়ে আসে কাদের আশ্বাস,
কামনা-বেদনা-দীর্ঘশ্বাস,—
আকুল করিয়া তোলে অর্থহীন কিসের আভাস !···

ডাকিয়া বলিতে চাই—বিশ্বময় শোনো প্রিয়জন,
তমসার পরপারে এতদিনে উঠেছে তপন !······

বিধাতার চেয়ে বড়ো—

এ ধরায় জন্মিল যেদিন
নামহীন, পথহীন, পরিচয়হীন,
দিগম্বর আদিম মানব !

—সেই ক্ষণে
জন্ম নিল তার সনে
অনন্তের বিচিত্র কামনা !···

কে বা জানে এ কামনা ছিল তাঁর মনে
ছিল এ ভুবনে
হয়তো অনাদি কাল আগে
তারই-পথ-চাওয়া অনুরাগে।

—সুদূর গগন-বিহারিকা
আজি যে জাগিল নীহারিকা,
নব সৃজনের মহোৎসব—
অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ মেঘে
আপনার আকর্ষণ-বেগে,

অণুতে অণুতে দীপ্ত অন্ধ ক্ষিপ্ত মিলন-আবেগে—
আকাশের বিক্ষুব্ধ বাসনা !
আজি হ'তে লক্ষ বর্ষ পরে
তার বনারণ্যে তার পর্ব্বতে প্রান্তরে,
কলস্বনা স্রোতস্বিনী-তীরে,
জীবনের কুটীরে কুটীরে
যে আনন্দ মৃত্যু-বন্ধ দলি'
স্বতঃ-ছন্দে উঠিবে উচ্ছলি'
নব নব প্রাণের স্বরূপে,
—তারই মাঝে আজি চুপে চুপে
অনন্তের রহিল গোপন
সেদিনের সকল স্বপন।

প্রথম যেদিন এই ধরণীর বুকে
জাগিল মানুষ-রূপে নব নীহারিকা—
নব সম্ভাবনা !
নিঃসীম আকাশ ছিল চেয়ে তারি মুখে।

অগোচরে তারি ভালে দিল জয়টীকা

অনন্তের মর্ম্মের কামনা,

মর্ম্মান্তিক খুশ্—

"বিধাতার চেয়ে বড়ো হবে এ মানুষ।"

সাগর সেদিন তারে দেয় নাই পথ,

গতি রোধি' দাঁড়ায়েছে প্রাচীন পর্ব্বত,

পশুযূথ করেছে সন্দেহ—

ভাবিয়াছে বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ।

চারিদিকে বস্তুপিণ্ড দুস্তর বিস্তার

রচেছে বিচিত্র বাধা—যেন প্রতিবাদ;

শ্রাবণের খর ধার, শীতের তুষার,

নিদাঘে প্রখর রবি করে নাই স্নেহ।—

যতো বাধা হইয়াছে জড়ো,

ততো তার চিত্ত মথি' জেগেছে উন্মাদ

উদ্ধত এ সাধ—

"হ'তে হবে, হ'তে হবে মোরে এ সবার—

ইহাদের বিধাতার বড়ো।"

মানুষ গাহিল যবে এই আদি সাম—
সেই ক্ষণে
জন্ম নিল তার মনে
আদিম বিধাতা !
শুনি' নিজ গাথা
আপনারে আপনি সে করিল প্রণাম !
উন্মথি' চেতনা তার জাগিল উদ্দাম
নব-সৃষ্টি-কাম সুমহৎ—

যে পৃথিবী আছিল বন্ধুর
অরণ্য-প্রচুর,
রচিল সে তারি বুকে মানুষের চলিবার পথ—
চলার দিগন্ত ভবিষ্যৎ।
বিধাতার গড়িল মন্দির, আপনার বাঁধিল সে গ্রাম।
স্বয়ম্ভূবা ধরিত্রীরে
নব সৃষ্টি করিল সে ফিরে—
আরো পথ, আরো পথ, রচি' আরো পথ
চলিল সে দুরন্ত দুর্ব্বার—
অনন্তের অনন্ত বিস্ময় !

যে বিধাতা শত্রু ছিল তাহারে সে করিল বিজয়,
ক্ষমা করি' করিল আত্মীয় ;
যে বিধাতা ছিল হিংস্র, ভয়াল, বর্ব্বর,
তাহারে সে ভালোবেসে করিল সুন্দর—
অংশ দিয়া আপন আত্মার,
তিলে তিলে জননীর স্নেহে ;
আপন দরদ ভরি' দিয়া
তাহারে করিল দরদিয়া—
মরমিয়া মরমের প্রিয় ;
বিধাতারে সৃজিয়া মানুষ বড়ো হোলো বিধাতার চেয়ে

বিধাতারে "বিধাতা" বলিয়া মানুষ করিল সম্ভাষন।
হাতে দিল রাজদণ্ড তার,
আপনি দাঁড়ালো যোড়করে ;
রচিল তাহার সিংহাসন
মর্ম্মান্ত ব্যথার কূলে, আপনার মর্ম্মের মর্ম্মরে।
আপন সৃষ্টিরে করি' আপনার চেয়ে মহীয়ান
কে বা জানে কাহারে সে করিল সম্মান

তাহাদের সবার সমান

আকাশের হারালো স্বভাব,—

তাহাদের সবার মতন

এ প্রভাতে এ আলোকে আমারো না রোক প্রয়োজন।

যাহাদের সন্ধ্যার গগন

হেরিবার নাহি শুভক্ষণ—

দিনান্তের ঘর্ম্ম ঝরে প্রাণান্ত-কঠোর পরিশ্রমে,

আকাশ কি লিপি বহে প্রতি-সাঁঝে নাহি জানে ভ্রমে;

দখিনের বায়ু হায় যাহাদের না পায় সন্ধান,

চির ভাগ্যহত;

তাহাদের মতো

রবো চির-অভাগ্যের ভাগী;

প্রভাত ও সন্ধ্যা নিতি রঙে রঙে আপনা সাজায়

নব আয়োজনে—

কেন বা কাহার লাগি

নাহি বুঝি মনে,

কখন কে কোন পাখী গায় কিনা গায়,

ফুল ফোটে কিনা ফোটে বনে উপবনে,

পূর্ণিমার রাতি আসে কাহাদের খোঁজে,

বসন্ত বিবাগী—কেন ফিরিতেছে ও যে
দ্বারে দ্বারে কর হানি' কার আবাহনে—!
তাহাদেরি মত
ইহাদের প্রতি রবো বিমুখ বিরত।

আমার স্বাচ্ছন্দ্য মোরে হানিছে বিকার,
এই আলো এ বাতাস
যেন পরিহাস,
আমার সম্মান মোরে করে অপমান ;
তাহাদের সবার সমান
করিবারে চাহি সর্ব্ব-বন্ধন স্বীকার,—
হবো দীন, রবো কৃতদাস,
চিরবন্দী দুঃখ-কারাগারে ;
মাগি আপনার সর্ব্বনাশ !
ভূমাতেও নাহি সুখ, অমৃতেও নাহি অধিকার,
—কে সহিবে আত্মার ধিক্কার ?
বড়ো মার আনন্দের মারে।
যেই সুখ যেই শান্তি যে আনন্দ সকলের নয়
মর্ম্মে মর্ম্মে করে তা' জর্জ্জর—
জনেকের অভ্যুদয়ে সর্ব্ব মানবের পরাজয় !

—তার জয়ধ্বনি
তার সবচেয়ে পরাভব গণি।
সুখ নাই পূর্ণতায়, তিক্ত প্রেয়সীর ওষ্ঠাধর,
সভ্যতায় সুখ নাই শত কোটি নর যার পর—
এ ভুবন এতো সুখহীন—বেদনাও হেথায় বিলাস!

সুখ যদি থাকে তবে সুখ আছে এক মুষ্টি গ্রাসে
সকলের সাথে ভাগ করি' পথধূলি-মলিন আবাসে;
সুখ আছে হইয়া বর্ব্বর—
সুখ-দুখ-বোধ-হীন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নিশ্বাস
সকলের সাথে ভোগ করি' সম-শ্রমে সম-বেদনায়;
সুখ আছে অতি অল্পে, অতি রিক্ততায়,
যে মুহূর্ত্তে মরণ ঘণায়—
মরিব সবাই শেষে, সুখ আনে শুধু এ বিশ্বাস।

মৃত্যু যাহাদের দিল এক ভাগ্য, এক অবসান,—
নাহি শোক, নাহি সভা, নাহি গীত-গান,
নাহি ঘন করতালি খর বক্তৃতায়,—
যার লাগি নাহি ক্ষোভ, না জাগে অভাব,
নাহি কারো ক্ষতি কারো লাভ,

মানুষ

নাহি শ্রুতি, নাহি স্মৃতি, নাহি ইতিহাস,
কারো চোখে নাহি অশ্রুধার !
রহিল-কি-রহিল-না নাহিক প্রমাণ—
তাহাদের সবার সমান
চাহি মরণের অধিকার
তাহাদেরি ভুবনের কোণে
একান্তে গোপনে ।

কভু কভু এ মানুষ—এও পশু হয়

এই যে মানুষ—
অমরার স্বপ্ন দেখে, অমৃতের গায় জয়গান !
ধরণীর সর্ব্ব বন্ধুরতা
মুক্ত করি' রচে নিত্য মানুষের নব যাত্রাপথ !
মানবের মজ্জা হ'তে দূর করি' কলঙ্ক কলুষ
তাহারে দেখিতে চায় দেবতার চেয়েও মহৎ !
ধরার ধূলার বক্ষে নব-স্বর্গ-সৃজন-উৎসুক !
রূপশিল্পী, জীবনের কবি !
—যার রথ বেয়ে চলি, দিই জয়ধ্বনি !
এই মানবক,
হেন অপরূপ রূপ—দেখে' যার ছবি
মনে হয় এ যেন দেবতা !
—এর মাঝে দৈন্য নাই, নাই মলিনতা,
নাই কাঁটা বিঁধিতে উন্মুখ,
এ যেন কেবলি ভালোবাসে !
এর মাঝে আনন্দের খনি
কোনোদিন নহে ফুরোবার !

যারে নিত্য দিই উপহার
রচি' নব স্তবের স্তবক—
কভু ছন্দোবদ্ধ কাব্যে, কভু মুগ্ধ অস্ফুট সম্ভাষে !

এই যে মানুষ—
মাটির পরশ পেলে রমণীর পাশে
কভু কভু এ মানুষ—এও পশু হয়
উদ্দাম উল্লাসে।
—আবরণ-আভরণ ভেদি' বা'র হয় আদিম বর্ব্বর,
—সে এক বিস্ময় !
ভালোবাসা নাহি চায়—ভালো নাহি বাসে,
স্নেহহীন দেহ নিয়ে তার শুধু খেলা !
সারা বেলা
দেবতা-মূর্ত্তির মাঝে খোঁজে সে মৃত্তিকা !—
যেথায় জ্বলিত শুভ্র শিখা
সে প্রদীপ ভেঙে ভেঙে করিছে সে ঢেলা।

নারী কহে—আঁখি ভরি' জাগে তার স্নিগ্ধ অনুযোগ—
"কহ কহ সত্য করি' ভালোবাসো মোরে ?
কহ মোর মাঝে যে সুন্দর
সে দিল তোমারে সুধা আনি' ?

নর কহে তারে—

"এ ভুবনে কেহ নাহি ভালোবাসে কারে !

কহি সেই সত্য যাহা মর্ম্মে নহে, রক্তে মোর ভাবি—

ভালো নাহি বাসি তোরে, করি উপভোগ !"

নারী কহে—"কহ তবে, কহ মিথ্যা কথা !"

নর কহে—"নাহি চাটুবাণী !

নিরুপমা,

হেথা নাহি ক্ষমা,

নাহিক মমতা ।

যে মাটি মোদের দিলো তার প্রাণ ঋণ,

আজিকার দিন

করে তার শুধিবার দাবী ।"

এই যে মানুষ—

মানুষেরে ভালোবাসে, বাঁধে আলিঙ্গনে—

চুম্বনে চুম্বনে

তাহারে সুন্দর করি' তোলে !

মানুষ লভিবে মুক্তি ভাবি' নিজের শৃঙ্খল-ক্ষত ভোলে ।

মানুষের ব্যথার অঙ্কুশ
যখন তাহার বক্ষে লাগে,
ভোগরাগে জাগে হাহাকার !
সকলের বেদনার ভার
বহে সে অন্তরে অনুরাগে ;
ফাঁসি-কাঠে দেয় প্রাণ, যায় নির্ব্বাসনে,
আজীবন রহে কারাবাসে।
যুগ-যুগ আত্ম-বলিদানে
সহযাত্রীদের পথ রচি' দেয় সম্মুখের পানে ;
অক্ষমের কোলে নেয়, অচেনারে ভাই বলে চুমে।

এই যে মানুষ—

রক্তের আস্বাদ পেলে তপ্ত রণভূমে
কভু কভু এ মানুষ—এও পশু হয়
অদ্ভুত উল্লাসে।
মরিতে সে কাঁদে না কো, মারিতে সে হাসে ;
—সে এক বিস্ময় !
বিষ-বাষ্পে বক্ষ ভরি' দেহ ঢাকি' বারুদের ধূমে
মানুষ ভুলিয়া যায় মানুষের সে যে কী আত্মীয়,
ভোলে সে মানুষ তার প্রিয় !

যারে ভালোবাসিবার তারে তারা হানে,
শক্র যেই নহে তারে ভুল ক'রে শক্র ব'লে জানে।
এ উহারে হানে ছদ্মবেশে—
রক্তে রক্ত মেশে,
তবু কি মেলে না পরিচয় ?

এ উহারে কয়—
"এ ধরণী অপরূপ, যেন মুখ নবীনা বধূর—
এখনি মরিব, তবু, বল বন্ধু, জীবন মধুর ?"

শক্র কহে—"মৃত্যু আরো মিঠে,
কবরের সুখ সে জবর !
ধরণী ভরিয়া গেছে রক্তপায়ী রক্তবীজ কীটে।—
এ পারে দিল না শান্তি, ওপারে চলিব অতঃপর !

কহে তারে কিশোর সৈনিক—
"বন্ধু, সব ঠিক !
আকাশ ছাইল বিষ-ধূমে, ধরণী ছাইল আর্ত্তনাদে,
তবু দেখ তারি বুকে দিনান্তের সূর্য্যরশ্মি কাঁদে !
এ ভুবন এ জীবন নহে কি বিস্ময় ?
নহে অপরূপ ?"

শত্রু কহে—"চুপ্ !
আর দেরি নয়।

অস্ত্র ধরো, প্রাণ দাও—কিম্বা প্রাণ নাও।"

সে কহিছে—"বন্ধু, প্রাণ চাও ?—

হের মোর আননে অরুণ,
হের আমি এখনো তরুণ,
হের মোর চোখে স্বপ্ন, গালে মার চুম্বনের দাগ,
মোর তরে কাঁদিতেছে কিশোরী বঁধুর অনুরাগ !

আমারে হেন না বন্ধু, হাতখানি রাখো মোর হাতে।"

শত্রু কহে—কণ্ঠ তার কুলিশ-করুণ—
"প্রিয়তম,
এ ধরণী বড়ই নির্ম্মম !
এ কঠোর কঠিন সংঘাতে
বুকে বেঁধে কাঁদিবার নাহি অবসর !

দীর্ণ শেল্-সমাকীর্ণ শত শত চূর্ণ হৃদয়ের
অসম্পূর্ণ সমাপ্তির পর—

হেথা মোরা দাঁড়ায়েছি মুক্ত-দ্বারে মরণ-মোহের,
—তুমি মম বন্ধু নও, আমি তব যম।—

কৃষ্ণ-পক্ষ মৃত্যু-দূত ওই আসে নাবি'—
যে মৃত্যু মোদের দিলো তার প্রাণ-ঋণ
আজিকার দিন
করে তার শুধিবার দাবী।

আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে—

আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে
এমনি আষাঢ় ভাঙে মানুষের ঘরে !

এমনি শ্রাবণ
কূলে কূলে বহি' আনে দুকূল প্লাবণ
বাঁধন-ভাঙার অনুরাগে !

বোশেখে এমনি বায়ু-বেগ—
মধ্য-রাত্রে সহসা, নিঝুম
অরণ্যের ভেঙে দেয় ঘুম—
নভো ব্যেপে' এমনি চলেছে নবমেঘ
নিরুদ্দেশ সুদূরের ডাকে !

এমনি ফাগুন
ফুলে-কিশলয়ে জ্বালে রঙের আগুন
মুঞ্জরিত গুঞ্জরিত শাখে !

সেদিনের মানুষ-সমাজ—
সেও কি তেমনি চলে যেমন চলেছে তাহা আজ ?

জীবনের পানপাত্র ভরি' তিক্ত বিষ যে পান করিল,
সে দরিদ্র মানুষের দল—
অমৃতের তরে হায় ছিল না কো যাদের সন্ধান,
মরণেরি লাগি' যে মরিল,
সহিল বঞ্চনা ব্যথা ক্ষুধা ক্ষোভ মৃত্যু অপমান ;
প্রবঞ্চিত জগন্মন্থন যজ্ঞ-ভাগে,—
তারা কি পৃথিবী জুড়ে' তেমনি করিছে কোলাহল
অন্নমুষ্টি তরে
আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে ?

অথবা আছিল যারা সর্ব্বহারা সকলের পিছে,
সকলের নীচে,—
সেদিন এসেচে তারা এ ভুবনে সকলের আগে ?

আজিকার যত হিংসা, যত হানাহানি,
যত না বিরোধ,

মানুষ

যত পাপ আর যত গ্লানি,
যত দ্বন্দ্ব, বেদনা, বিদ্বেষ,
যত বাধা, বিকৃতি, বিকার—
যত দৈন্য, যত নিষ্ফলতা,
প্রকাশের যত অক্ষমতা,
সুন্দরের যত অবরোধ,
যত অসত্যের অধিকার—
আত্মার লাঞ্ছনা যত, যত না কলুষ—
সেদিন কি হয়েছে নিঃশেষ
আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে ?

আজ যে মানুষ
পথহারা, হতদৃষ্টি, নত, গতিহীন,—
পদে পদে করে দিকভুল,
অসহায়, অসম্পূর্ণ, দীন,
আপনারে জানিতে ব্যাকুল—
অকস্মাৎ অন্তর্হিত মৃত্যুর খর্পরে ;
আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে
আপনার পেল সে উদ্দেশ ?

সহস্র বর্ষের লক্ষ বাধা বন্ধন বিদ্রোহ মৃত্যু ক্লেশ—
সেদিন কি নিশার স্বপন ?
সেদিন কি তার কাছে সকল রহস্য ভুবনের
আপনারে করেছে প্রকাশ
করি' অবগুণ্ঠন মোচন ?
জানিয়াছে অর্থ সে নিজের ?
মৃত্যু আর নাহি আনে ত্রাস—
মৃত্যুরে সে করিয়াছে জয়,
লভিয়াছে পরমায়ু এড়ায়ে জরার কর-পাশ ;
ইচ্ছামৃত্যু, সুচির-যৌবন—
মানুষ সেদিন হোলো মানুষের পরম বিস্ময় ?

হয়তো সেদিন ধরণীতে আকাশে উন্মুক্ত হোলো পথ,
মানুষ চলেছে বায়ু-রথে ;
অবরুদ্ধ মাটির জগৎ।
এ পৃথিবী ছোটো হ'য়ে গেছে সেদিনের মানুষের কাছে,
তারে আর হেথায় না ধরে।—
তাই সে ভেদিয়া অভ্র নিকৃষ্ট ধরার পৃষ্ঠ হ'তে

তুলেছে সহস্রতল বাড়ী ;
আর তারি
কোটরে কোটরে
সুন্দরেরে রেখেচে আবরি'

সেদিনের ধরিত্রীতে মাঠ নাই হরিৎ-শ্যামল,
বাটে নাই রাখালের দল,
ঘাটে না কমল ফুটিয়াছে ;—
অরণ্য-পর্ব্বত নাই—পশু সেথা ফেরেনা বিচরি' ;—
আকাশে পাখীর ঠাঁই নাই,
নবীন মেঘের কোলে বলাকার দেখা নাহি পাই—
নাহি হেরি ইন্দ্রধনু-লেখা !

সেদিনের ভূমণ্ডলে দশদিকে ঘর শুধু ঘর—
যেমন উঠেচে মেঘ চিরে,
তেমনি নাবিয়া গেছে অতল গভীরে
ঘন-মৃত্তিকার গর্ভে অন্ধ রসাতলে,—
রবির কিরণ নাহি পশে—তার চির-নিরুদ্ধ জঠোরে ;
দিনরাত্রি ধ'রে
বন্দী সে বিদ্যুৎ-আলো ঠেলিছে অনন্ত বিভাবরী !

সেদিনের ঘরে ঘরে শুধু কল চলে—
নীলিমা আচ্ছন্ন হোলো তারি কৃষ্ণ ধূমে :
সেদিন কেবল
সমস্ত পৃথিবী ব্যেপে' একমাত্র একটি সহর ।
আর তার বিশাল গহ্বর
ভরিয়াছে লক্ষ-কোটি মানুষের দলে—

যে মানুষ নাহি হাসে, ভালো নাহি বাসে, নাহি কাঁদে,
ছল ক'রে হাতে-হাতে বাধে,
আনমনে গান নাহি গায়,
নাহি কারে চুমে ।
সেদিন মানুষ বড়ো একা—
তবু নহে বিরহ-বিধুর !
বিরহী যক্ষের ছিল অলকায় শুধু যক্ষ-প্রিয়া,—
তাহাদের লক্ষ লক্ষ প্রিয়া
ভুবনের ভবনের পথে—
কেহ তবু কাহারে না চেনে, নাহি জানে, নাহি কভু চায় !
যে তাহার চলে আগে-আগে,
যে তাহার বসে আশে-পাশে—গায়ে-গায়ে লাগে,
সে তাহার কাছে নয়—অলকার চেয়ে বহু দূর !

অথবা সেদিন এ জগতে
নাহি ত্বরা, নাহি কাজ, নাহি কোলাহল !—
সেদিন মানুষ
সকল বন্ধনহীন, সুন্দর, সবল,—
পেয়েছে সে আপনার শেষ,—
সহজ-প্রকাশ, নিরঙ্কুশ।
যাত্রী সে উদার রাজ-পথে—
যে পথের দুই পাশে নাহি দানবের অট্টালিকা,
বন্দী বিদ্যুতের বহ্নি-শিখা ;
শুধু জাগে শ্যাম শষ্পভূমি
চুমি' সূর্য্য আর চন্দ্রকর ;
যে পথের বাঁকে বাঁকে মানুষে ও মানুষে মিলন !
ভাঙিয়াছে ঘর তারা সুন্দরের নিত্য-অবরোধ—
ভাঙিয়াছে প্রাচীরের বাধা, নগরের অচল নিগড় ;
সেদিন সমস্ত ধরা শুধু রমণের রম্য বন !

পশু-পাখীদের সাথে মানুষের মিটেছে বিরোধ,
কেহ নহে কাহারো অরাতি—
কেহ কারে নাহি হানে, নাহি দানে ক্লেশ—
সমস্ত মানুষ শুধু নয়—সমস্ত জীবন এক জাতি ;

সমগ্র পৃথিবী এক দেশ !—
শুধু মানুষের দেশ নয়—মানুষ ও পশুর স্বদেশ।

সেদিনের রাজপথে যে সব পথিক পথ চলে
তারা চোখে চোখে কথা বলে,
মনে মনে করে পরিচয় ;
তাহাদের নাহি লাজ-সঙ্কোচ-সংশয়—
আপনারে নাহি যে বঞ্চনা !
আমাদের উন্মুখ বাসনা অগোচর অব-চিত্ততলে,
বাধাহত যত সাধ, বিড়ম্বিত সকল কামনা
সেদিন উন্মুক্তি লভিয়াছে—
সেদিন যে যারে চায়, তারে পায় কাছে !

আজ হায়, আমি আর তুমি,
যেই বিষ পান করি, যেই ব্যথা পাই,
কণ্টকের মালা পরি' সহি যে বিক্ষতি,
যেই অশ্রু ফেলে' যাই জীবন-বর্ষাতে,—
সেদিন কি সুধা হোলো অপূর্ব্বের অধরোষ্ঠ চুমি'
সেই বিষ ? সেই কাঁটা—ফুল হ'য়ে ফুটেচে কি তাই ?
সেদিন কি অবিরহী পূর্ণিমার জ্যোতি
সে-সহস্রতম চৈত্ররাতে ?

সেদিন মানুষ আপনারে দেহে-মনে করেচে মোচন,
সেদিন সবাই মনোহর
সুঠাম সুন্দর—
তাই তাহাদের ঘর নাই, পর নাই,—সব প্রিয়জন ;
নাহি আবরণ-আভরণ।
অসংখ্য সুন্দর-সঙ্গে আনন্দ-বিবশ
একদিনে যাপিতেছে যৌবনের সহস্র দিবস—
সুষমার পরিপূর্ণ শতদলে বসি'
সেদিনের মানব মানবী।
সেদিনে প্রত্যেকে তারা কবি—
কাগজে না কাব্য লেখে, চুম্বন বিলসি'
প্রেমের কবিতা লেখে রমণীর অধরে অধরে ;—
আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে।

আমি আজ দেখি স্বপ্নভরে
সেদিন মানুষ
শুধু ভূপথের যাত্রী নহে,—
হেথা তার যাত্রা নহে সারা।

গ্রহে গ্রহে লোকে লোকে যাত্রাপথ মুক্ত হোলো তার—
আকাশের পেল সে কিনারা।
বিচিত্র দেহের মাঝে আত্মদান করি' আত্মহারা
যে সুন্দর—তার সমাচার
নিতে সে চলেছে গ্রহে গ্রহে
নব নব রূপ-অভিসারে।
সুদূর নক্ষত্র-লোকে যে রমণী ডাক দেয় তারে,
সে দিব্য-পুরুষ
চলিয়াছে তার অন্বেষণে
লঙ্ঘি' অন্তরীক্ষ পারাবার।
সব ঠাঁই যাবে, প্রেম লভিবে সবার—
এ বিরাট্ তৃষ্ণা তার মনে!

···হেনকালে মাটির ভুবনে
বাসুকী দিল বা মাথা নাড়া—
ধরিত্রীর বক্ষ কাঁপে, ভাঙন-নেশায় চিত্ত দোলে!
অঙ্গে অঙ্গে, স্নায়ু শিরা অস্থি ও পঞ্জরে
তরল অগ্নির স্রোত বহিল উদ্দাম,
তার ঘন শ্বাসে—প্রভঞ্জনে গগনে গগনে পড়ে সাড়া!
বজ্রগর্ভ ঘন মেঘ গর্জ্জে গুরু গুরু,

দুরন্ত বর্ষণ অবিশ্রাম,
অন্ধকারে দৃষ্টি নাহি চলে—
সেদিন আকাশ ভাঙে মানুষ-পশুর ঘরে ঘরে !
নব হিমালয় জাগে, পুরাণো-সে ডুবেছে অতলে—
দলিত মৃত্তিকা শোধ নেয়, গলিত পৃথ্বির বুক চিরে'
তোলে ধ্বজা কঠিন প্রস্তরে !
সমুদ্রের কল জলোচ্ছ্বাস অবিরাম উদ্দাম কল্লোলে
সেদিন প্লাবিয়া গেছে সমগ্র ধরার বক্ষ-পরে,
সভ্যতার শেষ চিহ্নটিরে
ধুয়ে' মুছে' নিয়ে গেছে বিস্মৃতির বিস্মরণী-তীরে।

আবার প্রবীণ সূর্য্য ওঠে, দেখা দেয় নবীন প্রভাত !
আদিম মানব নামে উদ্ধত গিরির শৃঙ্গ হ'তে
ধরি' আদি-মানবীর হাত—
আদম ও ইভ দিগম্বর !
আগেকার কোনো কথা নাহি তাহাদের স্মৃতিপথে।
আবার নতুন রূপে মানুষের নব যাত্রা সুরু
হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে—
আজ হ'তে সহস্র বর্ষ পরে।...

এই দ্বন্দ্ব—

মোর তরে নহে শান্তি নহে রে বিশ্রাম—
জীবনের স্রোত যেথা আবর্ত্তিত উচ্ছল উদ্দাম
ভুবনের বিচিত্র বিপথে,
তার মাঝে মাগি মোর স্থান।

ছায়াছন্ন নীড় বাঁধি' একান্তে আবেশে
একটি প্রিয়ারে ভালোবেসে
হায়, কোনোমতে
জীবন-ধারণ মোর নহে।

যেথায় সুন্দর মুখ ভিড় করি' চলে নিরুদ্দেশে,
হারায় নিমেষে,
না দাঁড়ায় না দেয় সন্ধান—
অনেকের ডাকে যেথা ক্ষণেকের নাহি অবসর!
যেথায় আনন্দ নাহি প্রথম মিলনে,
অশ্রু নাহি সুচির বিরহে—
বিরহ-ব্যথার-সিন্ধু স্তব্ধ হ'য়ে রহে
মিলনের ঢেউগুলি ভাঙে তারি' পর!

যেথা প্রেম লভিয়াছে গতি,
যেথা প্রতিক্ষণে
জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ আর শ্রেষ্ঠ ক্ষতি
বিধুর করিয়া তোলে পথিক-পরাণ !
সেথা—সেথা—সেথা মোর স্থান !

আমারে যে করেছে পাগল চির-সুন্দরের হাতছানি
সুদূর পথের বাঁকে বাঁকে,
শতকণ্ঠে শতরূপে সে আমারে ডাকে,
বারে বারে তারে আমি জানি—
ক্ষণে ক্ষণে নব পরিচয়।

সে আমারে কহে,
"যারা তোর কাছে রহে
তারা তোর আপনার নয়।
তারা তোরে নাহি চেনে, নাহি বোঝে কেহ,
তাহাদের ছায়ে
আপনার কাছে তুই আপনি যে গেছিস ফুরায়ে।

যে তোরে বেসেচে ভালো সে রয়েচে দূরে
পরিচয়হীন পথে, নামহীন পুরে ;
দুর্নিবার টানে তোরে টানে তার স্নেহ
অন্তর-উতল-করা সুরে !
ঘরে ঘরে তোর যে আত্মীয়া—
নয়নে অমৃত তার অধরে আদর,
তোরই লাগি এ সন্ধ্যায় বাতায়নে সে প্রদীপ জ্বালে !
তোর অসীমের যাত্রাপথে এই ধরিত্রীর পান্থশালে,
তারে যদি না চিনিলি এই যাত্রা ব্যর্থ হোলো তোর !

···কোথা কোন্ দ্রাক্ষাবনে, জাফ্রাণ্ ক্ষেতে,
বেদুঈনদের দলে, মরুপথে তালীকুঞ্জ-তলে,
পার্ব্বত্য ঝরণা-ঝরা নামহারা নদীর তটেতে,
তুষার-আচ্ছন্ন গ্রামে, বন্য মানুষের উপদ্বীপে,
জনহীন সমুদ্র-সৈকতে,
উৎসব-আলোকময়ী নৃত্যপরা নগরীর পথে—
প্রথম নয়ন-পাতে যে তোরে চিনিবে
তোরই সাথে মিলনের ছলে,—
সেথা তোর প্রিয়া
তোর পথ রয়েছে চাহিয়া।”

যখনি এ ডাক শুনি প্রাণ মোর ব্যাকুলিয়া ওঠে
হৃদয়ের গ্রন্থিদল টোটে…
মরণের সাধ জাগে মনে।
হায় এই ক্ষণে
আমি যদি অতনু হতাম, প্রতি গৃহে হতাম অতিথি!
অসংখ্য তনুর রূপে
সে বিচিত্র-সুন্দরেরে হেরিতাম সহস্র নয়নে,—
সহস্র পুরুষ হ'য়ে তারি পায়ে ঢালিতাম প্রীতি।

যখনি এ ডাক শুনি প্রাণে মোর কাঁদে চুপে চুপে
বন্দী চির-কিশোর দেবতা—
নিখিল নারীর রমণীয়!
কনককিরীট মাথে
সুধা-ভাণ্ড আছে তার হাতে,
প্রেমে তার অমর্ত্ত্য-অমিয়—
সে যে দিতে পারে অমরতা।

এই দ্বন্দ্ব—

পথে পথে ঘরে ঘরে তাই মোরে ফিরিছে ডাকিয়া

সবার প্রিয়ার মাঝে আমার-সে-প্রিয়া,

আমি তারে যাহা দেব তাহা তারে দিতে নারে কেহ—

মোর বক্ষে আছে যেই স্নেহ

এ ভুবনে কারো তাহা নাই ;

মোরে সে যে যাহা দেবে—মোরই তরে রাখিয়াছে তাই।···

যাত্রাপথে বাহিরিনু, হেনকালে চিত্ততল মথি'

শুনি কার ভৈরব আহ্বান,—

এ নহে কিশোর দেবতার মৃদুকণ্ঠে মধুর মিনতি !

বিরূপাক্ষ বিমুখ পিনাকী—

রূঢ় কণ্ঠে কহে মোরে ডাকি',

—"রে মূঢ় পথিক,

স্তব্ধ হোক তোর পথ-চলা।

অমৃতের করিস্ সন্ধান,

অমৃতের নোস্ অধিকারী !

তোর চারি পাশে যে ভিখারী
দীনহীন মানুষের দল,—
আপনারে বঞ্চনা করেচে, আপনার রচেছে শৃঙ্খল !
ইহাদের ফেলে তুই মুক্তি কি মাগিস আপনার ?
ধিক্ তোরে ধিক্ !”

আমি কহি, “এরা সুখে আছে
এরা না সুন্দরে জানিয়াছে,—
ইহাদেরে করেনি উতলা
যাত্রাপথ উন্মুক্ত উদার ;
এরা কেহ বোঝেনি যে জ্বালা কি যে পথিকের বুকে !
থাক্ এরা সুখে।”

রুদ্র কহে, “তোর সে বিদ্যুৎ-কশাঘায়ে
এদের শান্তির নীড় দে তুই জ্বালায়ে,
তোর অন্তরের জ্বালা লেগে
এদের আত্মার ঘুম টুটুক, উঠুক এরা জেগে।
এরা যদি সুন্দরে না চায়, তবে তোর কোথায় সুন্দর ?
এরা যদি অমৃত না পায়, কে তোরে অমৃত দেবে বল্ ?
রূপের পূজারী তুই, মানুষের নোস্ কি পূজারী ?
কুৎসিৎ মানুষও যে রে দেবতার চেয়ে মনোহর !

এই দ্বন্দ্ব—

অমৃতের—সুন্দরের তরে যাত্রা তোর নহে নহে আর,
দিনু তোরে মানুষ-পূজার অধিকার।”

আমি কহি, “সুন্দরের আঁখির প্রসাদ-সুধা লভি’
আমি শুধু কবি।
অপরের পথ নাহি জানি,
আপনার পথের সন্ধানী—
আমি শুধু নিজেরি দিশারী!

এ দুর্ব্বহ ভার
বহিবার সাধ্য কি আমার?
কোথা মোর সে অমেয় বল?
পলে পলে দলিবে এ মোরে, মৃত্যু-ঘায়ে করিবে জর্জ্জর!

রুদ্র কহে, “এ কঠিন বর
তোরেই বহিতে হবে—তুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিধাতার!
আপন দক্ষিণ করে দিই তোরে কণ্ঠের গরল,
এই তিক্ত প্রসাদ আমার,—
এই বিষ পান ক’রে মৃত্যুজয়ে হ’ তুই অমর।”

আমি কহি, তবে তাই হোক।

আমার পথের পরে সুন্দরের নয়ন-আলোক
যেন নাহি পড়ে।
মোর তরে
কারার বন্ধন
চিরদিন রচুক ক্রন্দন।

যতদিন এরা সব রহিবে আঁধারে
ততদিন মোর পথ রহিল বাঁ ধারে—
ব্যর্থতার রিক্ত অভিশাপে
বঞ্চনা-বিলাপে।

অন্তর উন্মথি' মোর জাগে হাহাকার—
এরি তরে যৌবন আমার?
এই যে জনতা—
এ মোর আত্মীয় নহে, নাহি বোঝে মোর অপূর্ণতা!
এরি লাগি করি আত্মদান?
সে নহে কি সুন্দরের—মোর দেবতার অসম্মান?
যারে ভালোবাসি তারে চিরদিন রাখিব কি দূরে?

যারা নাহি ভালোবাসে বন্দী রবো তাহাদেরি পুরে ?
এই ভাগ্যলিপি আমি লিখিব কি আপনারি হাতে
মোর জীবনের এ প্রভাতে ?

সহসা বিদ্যুৎ-কশা বাজে মোর চিতে—
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে রবো আপনার আনন্দ সাধিতে ?

হায়, এ জগতে
সবাই রহিলে বন্দী মুক্তি মোর আসে কোন্ পথে ?
সবাই রহিলে নিঃস্ব কোথা মোর ধন ?
আনন্দের কোথা প্রয়োজন ?

এই দ্বন্দ্ব—এ মোর যৌবন !...

এ শুধু এনেছে ব্যথা বিষ-জ্বালা বহ্নি',
আনিয়াছে দুরন্ত কামনা—
তারি সাথে বিশ্বের ভাবনা,
দুদিকে এ করে আকর্ষণ
এরে আমি কেমনে যে সহি !

···মনে পড়ে কৈশোর-আকাশে
শুধু আলো, নীল-নির্ম্মলতা,—
বেদনার বিষ-বাষ্প সেথা নাহি ভাসে।

অনেকেরে নাহি জানি—সেথা শুধু একের জনতা!

পৃথিবীর পাইনি ঠিকানা—
মানুষ দরিদ্র আছে এ খবর ছিল নাকো জানা;
সূর্য্য-করে জ্বালা নাই, যেন কোন্ স্বপ্ন-জাল গাঁথা!

সেথা শুধু আমি আছি আছে মোর প্রিয়—
নয়নে আলোক তার বাহুতে অমিয়!
একের অন্তরে পাই অনন্তের বিচিত্র সন্ধান—
অনাদি রহস্য করি পান।···

—ফিরে হ'তে চাই ফের তরুণ কিশোর,
প্রথম চুম্বন-স্বাদে সাধ জাগে মোর!···

'মানুষে'র কবির

অপর কবিতার বই

—চুম্বন—

সুন্দরকে আরো সুন্দর মনে হবে,
চুম্বনের মধুতে আরো মাধুরী দেবে,
প্রিয়জনকে প্রিয়তর ক'রে তুল্‌বে,
এই কাব্য।

এমনি মূল্যবান য়্যান্টিকে
এমনি চমৎকার ছাপা!
প্রচ্ছদপটে রোদাঁর রচিত
চুম্বনের চিত্র - লি পি!

—দাম দেড় টাকা—

প্রকাশক

এম্, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স্

১৫, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা